স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের উপবৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২২

প্রধানমন্ত্রীর
শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
www.pmeat.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
www.pmeat.gov.bd

নং-৩৭.২৪.০০০০.০৩.০২৮.০০১.২১-৮৪

তারিখ: ১১ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৪ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের উপবৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২২।

অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের লক্ষ্য। ট্রাস্টের মাধ্যমে ২০১৩ সাল থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান করা হচ্ছে। উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে ট্রাস্ট সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সারাদেশ জুড়ে চলমান এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশিকা (guideline) জারি করা হলো:

২। শিরোনাম: এ নির্দেশিকা "স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের উপবৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২২" নামে অভিহিত হবে।

৩। প্রয়োগ ও প্রবর্তন:

ক) এ নির্দেশিকা জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে; এবং
খ) স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এ নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

৪। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে এ নির্দেশিকায়:

ক) 'শিক্ষার্থী' অর্থ - স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থী;
খ) 'উপবৃত্তি' অর্থ - নির্বাচিত শিক্ষার্থীদেরকে প্রদত্ত অর্থ সহায়তা;
গ) 'টিউশন ফি' অর্থ - বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত অর্থ;
ঘ) 'আবেদনপত্র' অর্থ - ট্রাস্ট কর্তৃক আবেদনের নির্ধারিত ফরম;
ঙ) 'দরিদ্র' অর্থ - স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে যাদের পিতা/মাতা/অভিভাবকের বার্ষিক আয় দুইলক্ষ টাকার কম (বেসামরিক চাকুরিজীবী পিতা/মাতা/অভিভাবকের ক্ষেত্রে 'জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫' অনুযায়ী গ্রেড ১৩ থেকে ২০);
চ) 'মেধাবী' অর্থ - পূর্বের পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলে শতকরা ন্যূনতম ৬০ ভাগ নম্বরপ্রাপ্ত/জিপিএ ৫.০০ স্কেলে ৩.৭৫/সিজিপিএ ৪.০০ স্কেলে ৩.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী;
ছ) 'বাছাই কমিটি' অর্থ - উপবৃত্তি প্রদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাইয়ের লক্ষ্যে এ নির্দেশিকার ১২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত কমিটি; এবং
জ) 'ট্রাস্ট' অর্থ - প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট।

৫। তহবিলের উৎস ও ব্যবস্থাপনা: ট্রাস্টের এফ.ডি.আরকৃত সিডমানির লভ্যাংশ থেকে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ এবং দেশি-বিদেশি অনুদানের অর্থ এ তহবিলে যুক্ত হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের একক স্বাক্ষরে এ তহবিল পরিচালিত হবে।

৬। উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তাবলি:

ক) স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত নিয়মিত শিক্ষার্থী হতে হবে;
খ) শ্রেনিকক্ষে কমপক্ষে ৭০% উপস্থিতি থাকতে হবে;
গ) শিক্ষার্থীকে পূর্বের পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলে শতকরা ন্যূনতম ৬০ ভাগ নম্বরপ্রাপ্ত/জিপিএ ৫.০০ স্কেলে ৩.৭৫/সিজিপিএ ৪.০০ স্কেলে ৩.০০ প্রাপ্ত হতে হবে;
ঘ) পিতা/মাতা/অভিভাবকের বাৎসরিক আয় ২ (দুই) লক্ষ টাকার কম হতে হবে;

ঙ) প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি-আধাসরকারি-স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত 'জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫' অনুযায়ী ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের সকল কর্মচারীর সন্তান উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবে; এবং

চ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী, এতিম শিক্ষার্থী, তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থী, ভূমিহীন পরিবারের সন্তান, বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুস্থ পরিবারের সন্তান উপবৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

৭। উপবৃত্তি ও টিউশন ফি'র হার:

ক) উপবৃত্তির পরিমাণ:

একজন শিক্ষার্থী বছরে এককালীন ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা উপবৃত্তি প্রাপ্ত হবেন। নিম্নে এর বিস্তারিত বিভাজন দেয়া হলো:

শ্রেণি (স্নাতক ও সমমান)	উপবৃত্তির হার (টাকা)	মোট টাকা	বই ক্রয়	পরীক্ষার ফিস	সর্বমোট
১ম বর্ষ	২০০/- X ১২ (মাস)	২৪০০/-	১৬০০/-	১০০০/-	৫,০০০/-
২য় বর্ষ	২০০/- X ১২ (মাস)	২৪০০/-	১৬০০/-	১০০০/-	৫,০০০/-
৩য় বর্ষ	২০০/- X ১২ (মাস)	২৪০০/-	১৬০০/-	১০০০/-	৫,০০০/-
৪র্থ বর্ষ	২০০/- X ১২ (মাস)	২৪০০/-	১৬০০/-	১০০০/-	৫,০০০/-
৫ম বর্ষ*	২০০/- X ১২ (মাস)	২৪০০/-	১৬০০/-	১০০০/-	৫,০০০/-

*৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদি কোর্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

উপবৃত্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীর হার ৪০:৬০ অনুপাতে নির্দিষ্টকরণ [অর্থাৎ, প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকাকে ১০০% ধরে তার মধ্যে হতে ৪০% ছাত্রকে এবং ৬০% ছাত্রীকে উপবৃত্তির জন্য নির্বাচন করা হবে]।

খ) টিউশন ফি'র পরিমাণ:

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপবৃত্তিপ্রাপ্ত প্রতি শিক্ষার্থীর বিপরীতে মাসিক ৬০ (ষাট) টাকা হারে বছরে ৭২০ (সাতশত বিশ) টাকা টিউশন ফি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হবে। সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে টিউশন ফি প্রদান করা হবে না।

৮। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও আবেদন প্রক্রিয়া:

ক) প্রতি অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে কমপক্ষে ২ (দুই)টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক (১টি ইংরেজিসহ) পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে অনলাইনে দরখাস্ত আহবান করা হবে;

খ) বিজ্ঞপ্তির কপি ব্যাপক প্রচারণার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধিনস্থ দপ্তর/পরিদপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হবে; এবং

গ) শিক্ষার্থী সরাসরি অনলাইনে নির্ধারিত সফটওয়্যারের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করবেন। আবেদনপত্রের লিংক ট্রাস্টের ওয়েবসাইট (www.pmeat.gov.bd)-এ সংরক্ষিত থাকবে।

৯। শিক্ষার্থী নির্বাচন কমিটি:

ক) শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য সরকারি/বেসরকারি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দু'টি ভিন্ন কমিটি থাকবে;

অ. সরকারি/বেসরকারি কলেজের জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন কমিটি:

ক্রম:	পদবী	কমিটিতে অবস্থান
১.	অধ্যক্ষ, সংশ্লিষ্ট কলেজ	সভাপতি
২.	শিক্ষক প্রতিনিধি (০১ জন)	সদস্য
৩.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৪.	শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক	সদস্য সচিব

আ. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী নির্বাচন কমিটি:

ক্রম:	পদবী	কমিটিতে অবস্থান
১.	রেজিস্ট্রার, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়	সভাপতি
২.	ডিন/বিভাগীয় প্রধান (০১ জন)	সদস্য
৩.	শিক্ষক প্রতিনিধি (০১ জন)	সদস্য
৪.	ডেপুটি রেজিস্ট্রার (০১ জন)	সদস্য সচিব

*২-৪ ক্রমের সদস্যগণ রেজিস্ট্রার কর্তৃক মনোনীত হবেন।

খ) এ নির্দেশিকার ৬নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তাবলি বিবেচনা করে অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিটি উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করবেন। তালিকা প্রস্তুতকালে নির্বাচন কমিটি ট্রাস্টের নির্ধারিত ফরম্যাটে একটি রেজুলেশন করবেন।

১০। প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব:

ক) প্রতিষ্ঠান প্রধান (বা তাঁর পক্ষে কোন প্রতিনিধি) রেজুলেশনে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে অনলাইনে শিক্ষার্থী নির্বাচনকালে রেজুলেশনের কপি স্ক্যান করে অনলাইনে নির্ধারিত সফটওয়্যারে সংযুক্ত করবেন;

খ) নির্বাচিত শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির শতকরা হার সফটওয়্যারে ইনপুট দিবেন; এবং

গ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ সফটওয়্যারের নির্ধারিত অংশে ব্যাংক একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাবলি আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত করবেন।

১১। শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব:

ক) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নিজের এখতিয়ারভুক্ত এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপবৃত্তি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও উপবৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করবেন; এবং

খ) জেলা শিক্ষা অফিসার এ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও সমন্বয় করবেন।

১২। বাছাই কমিটি:

আবেদনপত্রসমূহ চূড়ান্তভাবে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ট্রাস্টে নিম্নোক্ত কমিটি থাকবে:

ক্রম:	পদবী	কমিটিতে অবস্থান
১.	পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সভাপতি
২.	উপপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সদস্য
৩.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উপসচিব পর্যায়ের ০১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের উপসচিব পর্যায়ের ০১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উপপরিচালক পর্যায়ের ০১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সদস্য সচিব

১৩। বাছাই কমিটির কার্যপরিধি:

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি'র জন্য চূড়ান্ত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রস্তুত করা;

খ) নির্দেশিকায় বিদ্যমান শর্তের আলোকে উপবৃত্তির জন্য মনোনীত ছাত্র -ছাত্রীর হার নির্দিষ্টকরণ; এবং

গ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো কর্মকর্তাকে কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

১৪। উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান প্রক্রিয়া:

ক) উপবৃত্তির অর্থ অনলাইন/মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রদান করা হবে; এবং

খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংক হিসাবে টিউশন ফি'র অর্থ প্রেরণ করা হবে।

১৫। সংশোধনী:

ট্রাস্ট প্রয়োজন মনে করলে এ নির্দেশিকার যে কোনো অংশ সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে পারবে। নির্দেশিকায় কোনো বাক্য বা শব্দের অস্পষ্টতা থাকলে বা কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ট্রাস্ট ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

28.08.2022

(নাসরীন আফরোজ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন : ০২-৫৫০০০৪২৩
ই-মেইল : md@pmeat.gov.bd

নং-৩৭.২৪.০০০০.০৩.০২৮.০০১.২১- ৮৪

তারিখ: ১১ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৪ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব (সকল), কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. বিভাগীয় কমিশনার, ……… …….(সকল)।
৯. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১০.মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, নিউ বেইলি রোড, ঢাকা।
১২. পরিচালক (যুগ্মসচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১৩. জেলা প্রশাসক, ……………………… (সকল)।
১৪. অধ্যক্ষ, ……………………… (সকল)।
১৫. উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (Establishment Division-এর ০৭/১২/১৯৭৩- এর Memo no. G-II/1G-1/73-514-এর Office Memorandum মোতাবেক গেজেটে প্রকাশের জন্য)।
১৬. উপপরিচালক (উপসচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা
১৭. সহকারী পরিচালক (সকল), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১৮. জেলা শিক্ষা অফিসার, ……………………………(সকল)।
১৯. উপজেলা নিবার্হী অফিসার, …………………………… (সকল)।
২০. প্রোগ্রামার, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, থানমন্ডি, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২১. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ………………………… (সকল)।
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
২৩। অফিস কপি।

28.08.2022

(মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ)
সহকারী পরিচালক (উপবৃত্তি)
ফোন : ০২-৫৫০০০৪২৮
ই-মেইল: ad.stipend@pmeat.gov.bd